যুগান্তর

তারিখ 14 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

এমপিও বঞ্চিতদের কথা

২০০৯-১০ অর্থবছরে মহাজোট সরকার ১৬২৪টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে। তবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। অর্থাৎ তারা সরকার প্রদত্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। অতঃপর এসব শিক্ষক-কর্মচারী গত ঈদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। এ অবস্থায় সরকারকে শেষ পর্যন্ত নমনীয় হতে হয়। এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া মানবিক কারণে বিচার-বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে (অডিট ও আইন) আহ্বায়ক করে গঠিত হয় ৮ সদস্যের একটি কমিটি। সেই কমিটি আপাতত এমপিও-বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সম্প্রতি লিখিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে মন্ত্রণালয়ে। এতে মাদ্রাসা স্তরে ১৯৬ জন, কলেজ পর্যায়ে ৩৩১ জন এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে শর্ত শিথিল করে সুপারিশ করা হয় এমপিওভুক্তির। দুঃখজনক হল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১০১ জনের ব্যাপারে এখনও কোন সুপারিশ রাখা হয়নি। অন্যদিকে যে ক'জনকে এমপিও প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, তারাও নাকি এ মুহূর্তে কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। কেননা, এ মুহূর্তে এর জন্য সরকারের কোন আর্থিক বরাদ্দ নেই। এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

দেশে প্রায় প্রতিবছরই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এক্ষেত্রে সর্বদাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে দলীয় সরকারের রাজনৈতিক বিবেচনা এবং ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-এমপিদের ক্ষমতার দাপট। ফলে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী না থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও তালিকাভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। এও সত্য যে, প্রায় সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-কর্মচারীর পাশাপাশি অনেক অযোগ্যও আছেন। এরা প্রায় সারাজীবন ধরে অযোগ্যই থাকেন এবং নিজেদের যোগ্য স্তরে উন্নীত করার চেষ্টাও করেন না বললেই চলে। তথাকথিত রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলবাজির কারণে বিক্ষোভ, মিছিল, ধর্মঘট, ঘেরাও, মানববন্ধন, অনশন ইত্যাদির সুযোগে নিজেদের অবস্থান সংহত ও উন্নীত করার অপপ্রয়াস পান। যে ৯০০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে নতুনভাবে, দেখতে হবে সেখানে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে কতটা? মোটকথা, নিছক দলবাজি ও মানবিক বিবেচনায় প্রচলিত শর্ত শিথিল করে কোন অযোগ্য শিক্ষক-কর্মচারীকেই এমপিওভুক্তির সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাবে না। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কেবল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। তা না হলে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি রোধ করা যাবে না কিছুতেই।